লে ফ্রে কাদোগো

কাজী জহিরুল ইসলাম

ডান হাতে টুনা সেন্ডুইচ, বাঁ হাতে কোকের লাল ক্যান, বসে গেলাম ছবি দেখতে। ছবির নাম ‘লে ফ্রে কাদোগো’। প্রতিপাদ্য বিষয় শিশুযোদ্ধা। আফ্রিকার যেসব দেশে গৃহযুদ্ধ বিদ্যমান, এটি একটি অবধারিত চিত্র, শিশুরা স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়ছে গেরিলা যুদ্ধে। আজকের ছবি দেখার বিশেষত্ব হচ্ছে, ফরাসী ভাষায় নির্মিত এই ছবিটির পরিচালক রুয়ান্ডার নাগরিক জোসেফ মুগাঙ্গাও আমাদের সাথে বসে ছবিটি দেখবেন এবং প্রদর্শনী শেষে তিনি দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

লেখকের সাথে ‘লে ফ্রে কাদোগো’র পরিচালক জোসেফ মুগাঙ্গা

আইভরিকোস্টের প্রেক্ষাপটে ছবিটি নির্মিত হলেও আফ্রিকার অন্যান্য যুদ্ধাক্রান্ত দেশের ক্ষেত্রেও এই ছবির ঘটনাসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য। ‘লে ফ্রে কাদোগো’ সম্প্রতি বুরকিনা ফাসোর ফিল্ম ফেস্টিভেলে ফেসপাকো (FESPACO) পুরস্কার লাভ করে। ৫২ মিনিটের ছবিটি শুরু হয় শীর্ষ গেরিলা নেতার উপস্থিতিতে দলে নতুন যোদ্ধা ভর্তির মধ্য দিয়ে। এসব নতুন গেরিলা সৈনিকের সকলেরই বয়স আট থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে। স্কুলে স্কুলে হানা দিয়ে দরিদ্র শিশুদের খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে আনা হয় গেরিলা যুদ্ধে। বাঁধা দিতে গিয়ে এক স্কুল শিক্ষিকা ধর্ষণের শিকার হন। সেই স্কুলেরই ছাত্র জিম।

গেরিলা প্রধানের দেহরক্ষীর দায়িত্ব পায় জিম। ওখানেই ওর সখ্য গড়ে ওঠে সমবয়সী আরো দুই গেরিলা রবার্ট এবং টমের সাথে। ওরা তিনজন প্রায় সব সময়ই একসাথে থাকে। জিম হয়ে ওঠে দূর্ধর্ষ যোদ্ধা, রবার্ট কিছুটা নরোম প্রকৃতির আর টম প্রকৃতিপ্রেমিক, সুযোগ পেলেই টম ওর প্রিয় বাঁশিটি ঝোলার ভেতর থেকে বের করে বাজায়। কিছুদিনের মধ্যেই শিশুযোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য হয় গেরিলা নেতা। টম, জিম এবং রবার্ট যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে যায়। জিমকে খুব ভালোবাসতো এক বয়স্ক গেরিলা কমান্ডার। যাবার সময় কমান্ডার ওর হাতে একটি দামী রিভলবার তুলে দেন। বনে

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে রবার্ট অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে। ওকে জঙ্গলের একটি পরিত্যক্ত ভাঙা ঘরে রেখে জিম এবং টম চলে আসে লোকালয়ে, কিছু খাবার ও পানীয় সংগ্রহের জন্য। একটি

সুপারমার্কেটে ঢুকে ওরা শেলফ থেকে তুলে নেয় প্রয়োজনীয় সবকিছু। কিন্তু কাউন্টারে এসেই মনে হয় ওদের কাছেতো টাকা নেই। কাউন্টারে বসা মহিলাকে পিস্তল দেখায় জিম। মেয়েটি ভয় পায়। সুযোগ নেয় জিম, বলে আমাদের ট্যাক্সি ভাড়া দাও। মেয়েটি ভয়ে ক্যাশের সব টাকা দিতে চাইলে ও শুধু ট্যাক্সি ভাড়াটাই তুলে নেয়। জঙ্গলে ফিরে এসে দেখে রবার্ট মরে গেছে। দুই বন্ধু মিলে কাঁদতে কাঁদতে রবার্টকে কবর দেয়।

শহরে এসে ওরা একটি অপরাধচক্রের সংস্পর্শে ড্রাগ ব্যাবসা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে একটি মিশনারী আশ্রমের প্রধানের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ওদেরকে তুলে নিয়ে যান। সেখানে গিয়েও ওরা অন্য বাচ্চাদের মধ্যে অপরাধপ্রবনতার অনুপ্রবেশ ঘটায়। নিজেদের দল গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এক রাতে শহরের অপরাধচক্রটির সহায়তায় মিশন প্রধানের ঘর থেকে সবকিছু চুরি করে পালিয়ে যায় জিম এবং টম। পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয় টম। পরে সে মারা যায়। মারা যাবার সময় ওর প্রিয় বাঁশিটি দিয়ে যায় জিমকে।

দুই বন্ধুকে হারিয়ে জিম এই বিশাল শহরে অসহায় হয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত জিম একটি রেস্টুরেন্টে ঢোকে। রেস্টুরেন্টে টিভি চলছে। টিভিতে একটি ঘোষণায় ও আঁতকে ওঠে। গেরিলা নেতা এবং সরকারী নেতার মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেছে। ওরা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করবে কিছুক্ষণ পর। সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহনের জন্য গেরিলা নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে। বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারে না জিম। ও মনে করার চেষ্টা করে, নেতা ওদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে, তিনি সবসময় বোঝাতেন কিভাবে সরকার ওদের শোষণ করছে। আর আজ সেই নেতাই সরকারের সাথে আপোষ করতে যাচ্ছে? এটা কিছুতেই হতে পারে না।

সাথে সাথে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যায় জিম। যাবার আগে যে মেয়েটি ওর জন্য খাবার নিয়ে আসে, ওর কাছ থেকে জেনে নেয় কিভাবে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে যাবে। জুতো কালিঅলার ছদ্মবেশে ও ঢুকে পড়ে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই এক প্রশ্নের জবাবে গেরিলা নেতা বলেন, আমরা কখনোই কোন শিশুকে যুদ্ধে জড়িত করিনি। এ কথা শুনে মাথায় রক্ত উঠে যায় জিমের। এই লোকের জন্যই আজ সে অপরাধী, ওর দুই বন্ধু কবরে। সে তখন জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তল বের করে এবং আড়াল থেকে পরপর দুই গুলিতে দুই নেতাকে হত্যা করে।

বেরিয়ে এসে সোজা চলে যায় মিশনারী পাদ্রি-বাবার কাছে। সব স্বীকার করে জিম বলে, আমি কনফেস করতে চাই।

এই হলো ‘লে ফ্রে কাদোগো’র গল্প। ছবিটির চিত্রগ্রহন এবং শিল্পীদের অভিনয় নৈপুন্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় হলেও গল্পে কিছুটা অবাস্তবতা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলি পরিচালক জোসেফ মুগাঙ্গার সাথে। যুদ্ধের ময়দানে শিশুযোদ্ধারা যে সমস্যার শিকার হয়, সেটি একটি-দুটি দৃশ্যে আনা যেত বলে মন্তব্য করি। পরিচালক সব স্বীকার করে বলেন, খুব কম খরচে আমাকে ছবিটি বানাতে হয়েছে। তাই যুদ্ধের দৃশ্যের মতো ব্যয়বহুল কাজটি করতে পারিনি।

এরপরও বলবো ‘লে ফ্রে কাদোগো’ শিশুযোদ্ধা বন্ধে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারবে, যা অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৮ মার্চ, ২০০৭